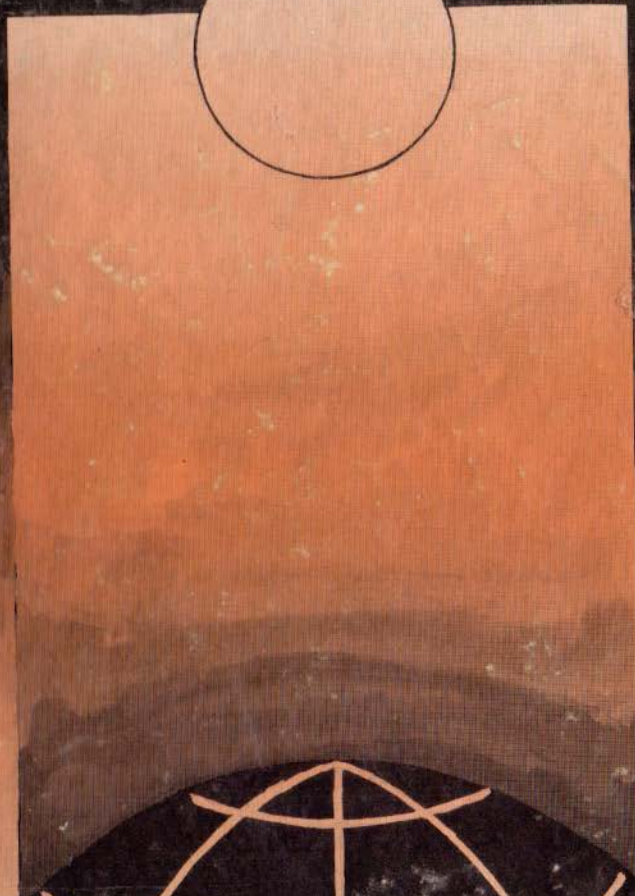
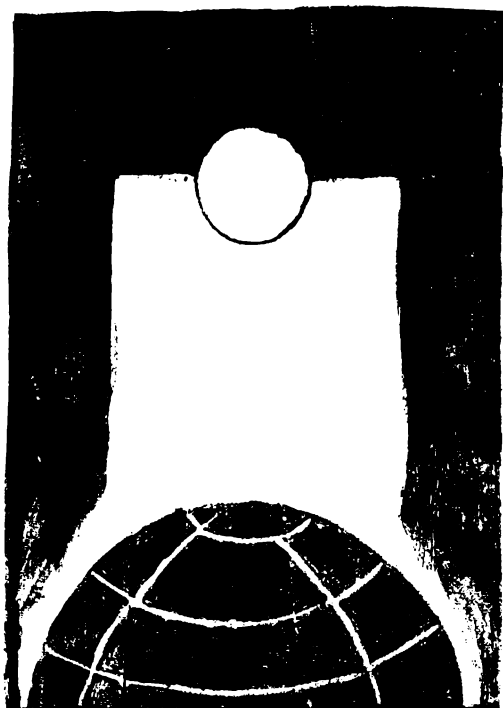


চতুর্থ বিশ্ব এবং  
বৈশ্বাখী পূর্ণিমা



অরুণ বিকাশ বড়ুয়া

চতুর্থ বিশ্ব এবং বৈশাখী পূর্ণিমা



অরুণ বিকাশ বড়ুয়া

চতুর্থ বিশ্ব এবং বৈশাখী পূর্ণিমা ।

অল্পন বিকাশ বড়ুয়া ।।

স্বত্ব ।। প্রতিভা বড়ুয়া ।।

প্রচ্ছদ-উত্তম বড়ুয়া।

মৈত্রী কম্পিউটার কম্পোজ, ১০৭ মোমিন রোড

আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম

তত্ত্বাবধানে: অংকন এ্যাড-৬১ পাঠানটুলী কক্সী মার্কেট।

চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়াঃ অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী,

৪৪, কমার্স কলেজ রোড, চট্টগ্রাম।

পরিবেশকঃ নালন্দা ১৫৬, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশ কাল ।। [পৌষ ১৩৯৮] ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯১

মূল্য : ২৫ (পঁচিশ টাকা) মাত্র

# উৎসর্গ

মাকে,

যে ফেলে গেল

রাত্রির নিবাসে

## সূচীপত্র

### চতুর্থ বিশ্ব

একটি জন্মের কথাঃ রবীন্দ্রনাথকে □৫.  
শরণ বাবুর গফুর □৬,  
প্রথম পরিচয় □৭,  
বেণু হৃদ্যার □৮,  
তোমার খোপার বেলফুল □৯,  
রহস্য □১০,  
একটি জীবন সংগ্রাম □১২  
মন বড় বেশী কাঁদে □১৩,  
সূর্য একবার উঠেছিল □১৫,  
এই চাটগাঁ □১৪,  
চতুর্থ বিশ্ব □১৬,  
গোলাপ খুঁজে কি হবে □১৭,  
নব জাতকের কাছে উপহার □২১  
আমার ঘর □১৮,  
বৈশাখী কবিতা □১৯,  
ডালপালাহীন বৃক্ষটি □২০,  
হে বৈশাখ □২১  
মাটি □২২  
বিজয় দিবস ৯০-২৪,  
একটি ক্ষুধারি গল্প □ ১১  
বাংলা আমার জননী □২৫,  
মানুষ □২৩,  
অমরতা তুমি □২৬,  
বকুল গাছটি নেই □২৭,  
বেড়াতে যাবে? □২৮,

### বৈশাখী পূর্ণিমা

তথাগত একদিন □৩০,  
মানুষ যখন □৩২  
মানব পুত্র □৩১  
বৈশাখী পূর্ণিমা ১□৩৪,  
তোমার অনুজ্ঞা □৩৩  
তোমার মূর্তি □৩৫,  
হে কবি □৩৬,  
হাজার বছর আগের সূর্য □৩৭  
বৈশাখী পূর্ণিমা ২, □৩৮  
বুদ্ধ এক বিশ্বয় □৩৯,  
অনন্য বৃক্ষ □৪০,  
তথাগত বলছেন ডেকে □৪০  
নিরুপম আলো □৪২,  
হেরে গিয়ে জিতেছি □৪১  
রাজা হতে সাধ নেই □৪৩,  
যখন যা কিছু □৪৪,  
তুমি বুদ্ধ আমি সেনাপতি □৪৫  
সিদ্ধার্থের মহাভিনিক্ষমণ □৪৬,  
বুদ্ধের উদান □৪৮,  
অনন্য শরণ মন্ত্র □ ৫০  
তোমারই অগ্নি উপদেশ □৫১,  
বুদ্ধমূর্তি □৫২,  
সংঘ-শক্তি □৫৩,  
দুটি চোখ ছিল □৫৪,  
গান □৫৫-৬৪

## একটি জন্মের কথাঃ রবীন্দ্রনাথকে

[ আমাদের দেশ মহৎ, তুই যে পরিবারে জন্মিয়াছিস সেও মহৎ, আমাদের ঋষি পিতামহগণ মহৎ, এই কথা সর্বদা স্মরণে রাখিয়া নিজেকে যোগ্য করিবার চেষ্টা করিস। পুত্র রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ।। ---

আমি কোন মহৎ পরিবার থেকে আসিনি  
শুনুন রবীন্দ্রনাথ  
কোন ঋষি পরিবার থেকে নয়।

অজপাড়াগাঁর একটি বাড়ী  
প্রায় বিধ্বস্ত, জীর্ণ বেড়াগুলোর ভিতরে  
কয়েকটি প্রাণী তেমনি জীর্ণ  
অন্ধকার থমকে থাকে সারাক্ষণ  
সন্ধ্যায় বাতি জ্বলে না  
উনুনে শীতল ছাই

তেতাল্লিশঃ দুর্ভিক্ষ খেলছে পথে ঘাটে  
অসহায় মানুষগুলোকে গিলছে  
লাশ টানছে শেয়াল কাক  
সানকী লাঠি ছেঁড়া কাপড়ের পুটলী  
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পথের উপর  
কবিশূন্য, তখন আপনি কবিতা লিখছেন  
তখন আপনার আকাশে সপ্তর্ষি মন্ডল  
আমি হামাগুড়ি দিয়ে দেখছি পৃথিবীকে

অনাথ সে পৃথিবী  
ঝড়ে বিধ্বস্ত বৃক্ষের মতো সে  
তখন আমার বয়স তিন কি চার

কবিগুরু, আর বলব না  
বেঁচেছি এইতো ঢের  
কোথায় পাব মহৎ পিতামহগণ

আজ বড় হয়েছে কবিগুরু  
এক বুক অভিমান নিয়ে তোমার কবিতা পড়তে পড়তে  
কত অমরাত্রির বুক ছিদ্র করে  
আমি দেখেছি তোমার আলো

এ সৌভাগ্য আমার  
আমাকে তোমার দক্ষিণ হাতের স্পর্শটুকু দাও।

## শরৎ বাবুর গফুর

যখন গফুরের দিকে চাই, জানিনা  
কি চেয়ে বাঁচে সে, আমিনা  
একটি ছোট্ট মেয়ে, বেড়ে ওঠে দিনে দিনে -  
সে কি বোঝে সংসার, মনে  
নেই পাপ, তবু ও অন্ধকার  
ছেয়ে ফেলে তার দুই চোখ। আর  
তর্করত্ন মহাশয়রা ফেরেন দাপটে  
শাসন ব্যাসন-তল্লাটে  
তাদেরই সব।  
তবু ক্ষমতার একছত্র উৎসব  
ফুরায়, পৃথিবী  
ফিরে দাঁড়ায় গফুরের দিকেঃ দাবী  
ওঠে শহরে ও গ্রামে  
ওরা মুখোমুখি দাঁড়ায় সংগ্রামে।  
সময়ের বিবর্তনে দেখি আজ  
তর্করত্নরা সব ডাক্তার মাছ।

## প্রথম পরিচয়

সুগু গুগু একা  
ছিলাম প্রান্তরের জ্যোৎস্নায়  
তুমি সহসা  
আবির্ভূত হলে নারী  
দাঁড়ালে সম্মুখে  
বললে হাতধরে, চলো-  
এলাম লোকালয়ের  
পদ চিহ্ন আঁকা পথে

যেন কত দূরে এলাম  
এখানে মলয়ানিল  
রক্তিম পলাশ গুচ্ছ  
মানুষের নিলয়ঃ  
কোলাহল স্পর্শে  
এই প্রথম শরীর ঘিরে  
জাগল শিহরণ

মনে স্বপ্ন এল  
এল ভূবন আমার  
সে ভূবনে  
তোমারই বসন উড়ল  
সুস্থিতা।  
আমি লিখলাম প্রথম কবিতা  
জন্মের জমাট বাঁধা নদী  
বইল তরতর।



## বেণু হন্দার

আজ কেন জানি হঠাৎ

বেণু হন্দারের কথা মনে পড়ে গেল  
সেই লম্বাটে লোকটা, কালো, কিন্তু শীল  
ধূতির ওপর ফতুয়া  
দেখা হলেই জোড় হাত, বলতো, ভাল আছেন?  
আমি যেন তার কত নিকট আত্মীয়।

জেলের ছেলে সে, জেলে, চুলগুলো  
মাথার ওপর ঝুলত  
কটাবর্ণের চোখ, জাল কাঁধে ছুটতো  
সমুদ্রের দিকে  
যেন সমস্যা নেই যেন জীবনের সাথে কত সদ্ভাব তার  
বেশ আছে শান্তিময় জীবন।

চৈত পরবে দেখেছি তার মুখোশের খেলা  
উঠোন ভর্তি লোক, জ্যোৎস্নারাত  
বেশ জমে উঠতো  
হৈ হুল্লোড়ে তাকে মনে হতো দক্ষ কুশীলব  
লোক রঞ্জনে উৎসর্গীকৃত।  
বায়নায বিয়ের ঢোল বাজাতে দেখেছি তাকে  
নানা ঢং এর বাজনা  
বকশিশ্ পেয়েছে সে কনে পক্ষের, সেজন্যে নয়,  
সে বলত দেশের সুনাম আমার কাম্য  
আর বরযাত্রীর সম্মান—  
আমি এজন্যে খাটি, নানান কসরৎ করে  
ঢোল বাজাই  
মহাশয়, ঢোল বাজাতে পারি আমি  
কিন্তু সমঝদার চাই।

আজ বেণু হৃদ্যার নেই, গত হয়েছে  
কিন্তু তার ঢোলের কাঠির নিপুন তাল,  
ভঙ্গিমা, কসরৎ,  
গলায় মেডেলের ঝলকানি  
আজ্ঞো ভুলিনি।

## তোমার খোপার বেলফুল

আমি বিস্থিত হই  
তোমার খোপায় বেলফুল  
মুখে স্বেদ  
মুছে ফের জ্যোৎস্না মাখো  
আবিষ্ট চোখে ফোটে যশোদার প্রেম  
বেশ পুরনো প্রেম  
সুন্দরীর ও এই প্রেম ছিল  
নন্দ সহজে ভুলতে পারেনি, এই প্রেমে  
লখিন্দরের লাশ নিয়ে বেহুলা ভেসেছিল  
আরো কতদিন ছড়াক সুবাস  
তোমার খোপার বেলফুল।

## রহস্য

এখানে কি হবে আর কি হবে না  
বলা দুক্ল  
যেখানে নদী ছিল সেখানে বাড়ী  
বাড়ীর জায়গা নদীতে  
সুন্দর লোকালয় শ্মশান  
শশ্যান হারিয়েছে তার পূর্বস্মৃতি  
ময়নামতি এক সময়ের প্রাণবন্ত নিবাস  
আজ প্রাণহীন, সোমপুরে লোনাঙ্গল

এখানে এই ভূভাগ ছিল জলমগ্ন  
আজ দেখ মানুষের ঘরবাড়ী  
ওখানে আলো ছিল  
সে আলোতে দেখা যেত দূরদূর দেশ  
আজ সেখানে আলো নেই  
যেখানে জ্বলছে আলো সেখানে তখন  
কোন আলোর জন্মই হয়নি

এসব অদ্ভুত লাগে  
মনে হয় কে যেন সান্ত্বনা পাচ্ছে না  
কে যেন নিগূঢ় বড়  
কি চায় জানে না নিজে

## একটি ক্ষুধার গল্প

শো-কেসে সাজানো খাবার  
সাধছে,  
এসো এসো!

আপাদমস্তক  
বিশী একটি  
নিরীহ ক্ষুধা  
ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।  
রুক্ষ মতো লোকটা  
ব্যস্ত-  
না, এ মুহূর্তে ঢুকে পড়া যাক।

এক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ায়  
ক্ষুধাটা,  
এভাবে বার কয়  
ব্যর্থ সাহস-  
বুকটা তার কাঁপছে।

থপ্ করে বসে পড়ল সে  
পা দুটো কাঁপছিল  
ঠির ঠির  
যেন 'না গো না।'

দু চোখে ফুলকি  
ভাবনা মিলেয়ে যাচ্ছিল  
দূরে দূরে দূরে  
ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া  
আলোক পিণ্ডের মতো।

এমন মুহূর্তে  
রুক্ষ মতো লোকটা এসে

দিলে এক ঘাঃ  
'ওঠ; ভাগ শালী  
এখান থেকে'

কিন্তু উঠলো না ক্ষুধাটা  
গৌ গৌ করে  
ঘুমিয়ে পড়লো।

## একটি জীবন সংগ্রাম

দুই ছেলে মেয়ে একবৌ আর আমি  
এ চারের জীবন সংগ্রাম  
আমাকে বর্তায়।

সম্পত্তির মধ্যে  
সামান্য বাস্তুভিটে আর কিছু নেই।

আমি অশিক্ষিত মানুষ।

না জানি হাতের কাজ না আছে গতর খাঁটার শক্তি  
না পারি মারামারি না আছে চুরি চামারির সাহস,  
এক সামান্য বুদ্ধি খাটিয়ে  
আর কত পারি।

তবু আজ তক্ আছি।

অনেকেই অনেক কথা বলে, আমি শুনি  
এ ছাড়া কি করতে পারি, কাকে  
বলব যে আমার যে জীবন  
সে এক নাভিশ্বাস

কি করে যে খুদ কুঁড়োর যোগাড় হয়  
জানবে না ভদ্র পাড়ার জীবন।

৩১/৮/৮৫

## মন বড় বেশী কাঁদে

ঘুরে ফিরে তোমার কথা মনে পড়ে  
অথচ তুমি নেই কতোদিন থেকে—  
দশ বিশ বছর নয় পঞ্চাশের কাছাকাছি  
সেই যে গেলে তেতাল্লিশে  
আর কোন দিন ফেরনি পরিচিত সড়ক ধরে।

কারো কোন স্মৃতির দেয়ালে তোমার ছবি নেই  
সকলেই তো চলে গেছে একে একে  
আমি আছি জনারন্যে কেউ চিনে কেউ চিনে না  
এর মধ্যে তোমার স্মৃতি ও ফেরে, মা  
মন বড় বেশী আজ কাঁদে  
এই সংসার, এখানে মানুষের বসতি  
মানুষের মধ্যে থেকে তোমাকে ভুলতে চাই  
ভুলতে চাই ব্যথা, তবু আকাশে  
শৈশবের টুকরো মেঘ জেগে থাকে।

রাত যায় দিন আসে  
বিচিত্র রং এর মানুষ এসে ভিড় করে পথে  
কত সূর্য ওঠে আর ডোবে, কিন্তু  
সে মেঘের কোন লয় নেই  
কেন মা, বল কেন আমি  
স্বাভাবিক হতে পারিনা স্বাভাবিক মানুষের মতো  
তবু কেন মন কাঁদে মনের ভিতরে,  
যেন কোন এক রাজকুমারী গল্পে শোনা  
পথ হারিয়ে কাঁদে অঘোর অরন্যে  
কেউ নেই সাহুনা দিতে, শুধু বন  
মরমরি ওঠে, শুধু  
পাতার ফাঁকে চেয়ে থাকে সারাক্ষণ  
কোন এক নক্ষত্র করুণ চাহনিতে।

## এই চাটগাঁ

বাউলের দেশ

রাউলের দেশ

আউলের দেশ

এই চাটগাঁ

এখানে সমুদ্রে থেকে বায়ু

উঠে এসে

নারকেল পাতায় দোল খায়

সজ্জনের ফুল ঝরায়

এখানে নদী শংখ

কর্ণফুলী

কেবলই তীরের সাথে

মাখামাখি

ফেরে উদ্দাম

সমতল ভূমি, মেঘের মতন বৃক্ষরাজী

তার মাঝে পাড়া

সারা পথে ছোট ছোট পায়ে

ফেরে কিশোর কিশোরী

বৌদ্ধ মন্দিরে ভিড় জমে পূর্ণিমায়

শরতে দুর্গাপূজা, ঢাকবাজা উৎসব

মসজিদে মসজিদে আযান

এখানে জন্মেছি আমি

ওই আকাশ পূর্ব পুরুষের

মাঝে মাঝে মনে হয় রাত্রি বেলা

তারা যেন চেয়ে আছে আমাদের দিকে

নক্ষত্র চোখে।

ভোরের বাতাস

মাঝে মাঝে আশীর্বাদের মতো লাগে

তখন আমলকী গাছের নীচে দাঁড়িয়ে অপলক

পূর্ব প্রান্তে চেয়ে দেখিঃ

এমনি সূর্য ওঠা

দেখেছে আমার বাবা

এই সেই সূর্য

কিন্তু আজ তারা নেই

ওই শাসান, দাঁড়ালে সেখানে  
মন হ হ করে কাঁদে  
এ মাটি আমার বড় প্রিয়।

যাবনা বিদেশে কোথাও  
ভগবান, যদি যাই  
ফিরিয়ে এনো এখানে  
এই চাটগা আমার, হৃদয়ের তলে শুয়ে আছে  
তার ছায়া, তার মায়ার টানে আমি ও এক বাউল  
২০/৯/৯১

## সূর্য একবার উঠেছিল

(কবি সুগত বড়ুয়াকৈ)  
সূর্য একবার উঠেছিল যখন  
কাষায়বস্ত্র পরে, এ ভূখন্ডে তখন  
ছিল অন্যগান অন্য মন মানসের মানুষ  
এখন সে সব কিছু নেই, ফানুস।  
ফেটেগিয়ে যেন কোথায় চুপ্‌সে গেছে।  
এখন গান শুনি, যারা আছে  
তারা অন্য মানুষ পুরানের মানুষ সব।  
আগের উৎসব ভেঙ্গে নীরব  
হতে হতে আমরা যে কটি প্রাণ  
এখনো আছি এক প্রান্তে  
তাদের থেকে অজান্তে  
উঠে আসে ফসিলের ঘ্রান,  
আর কিছু নেই, এ-ই সব, ক্ষীনপ্রাণ  
কোথাও যদি জ্বলে  
আপনি নিভে যেতে চায় পলে পলে  
২/৯/৯১



## চতুর্থ বিশ্ব

তোমরা যখন জীবনের কথা বল  
আমি দেখি দুর্ভিক্ষ, মা'র হাতে  
পথের ধারে কুড়ানো  
এক মুঠো কচুশাক, খোরায়  
দেশী আমড়ার ফুল সেদ্ধ।

তোমরা যখন জীবনের কথা বল  
আমি দেখি সারা গাঁ  
যেন মেঘের মতো ছেয়ে আছে  
এক বিষাদ করুন ছায়া-  
একখানি বালিকা মুখ  
দুয়ারে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখে  
মুখে তার এলোচুল।

তোমার যখন জীবনের কথা বল  
আমি দেখি নঙ্গরখানা  
খাদ্যের লাইন-পথে পথে লাশ  
কুকুর শৃঘাল কাক,  
দেখি সন্দেশের চোখে  
জড়িত পদে মানুষের পথ চলা।

তোমার যখন জীবনের কথা বল  
আমি দেখি এমন এক তমসাবৃত রাত  
যে রাতের কথা জানে না বুদ্ধ  
কিঞ্চিৎ কোন মহামানব,  
এমনি কুৎসিত রাত  
যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সত্য।

এই রাতে মা মরে  
পথের ওপর পরে থাকে শিশু-পোটলা পুটলী  
এই রাতে যুবতীর সতীত্ব যায়, সব যায়  
সর্বনাশা স্রোতে ভেসে যায়  
মানুষের ধরে রাখা মাটি-বিশ্বাস-বিশ্বাসের  
শিকড় বাকল-পুত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

## গোলাপ খুঁজে কি হবে

গোলাপ খুঁজে কি হবে, গোলাপ  
গন্ধে ভুলে  
গোলক ধাঁধায় পড়ে যাব।

আমি ভিন্নতর কিছু খুঁজছি যা পৈলে  
আমার শত্রুকে আমি  
পরাজিত করতে পারব  
এবং উদ্ধার করতে পারব আমার পৃথিবী।  
পৃথিবীতে জনগণ করে  
আমার পায়ের তলায় মাটি নেই  
কে নিয়ে গেছে জনের আগে।

আমার বাহর পাশে বাবার পৃথিবী ছিল  
সেখানে অনেক শব অনেক কান্না  
সেখানে প্রিয়াকে ছেড়ে প্রিয়  
পলাতক, আটপৌরে সংসার  
খরকুটোয় যাচ্ছিল ভেসে—  
আমার মাও বাবা ছিল বিধ্বস্ত নীলিমা।

আমি সেখানে খুঁজিনি আমার পৃথিবী।

বাবারা এক মানুষ ছিল, নিজের  
সর্বনাশকে মেনে নিত নিয়তি বলে  
বাবারা পৃথিবীর বাইরে  
যেখানে নিয়তির স্বেচ্ছাচার নেই  
কিন্তু নিয়তির আড়ালে  
কতিপয় মানুষ দুঃশমন হয়ে ওঠে না  
যেখানে মিথ্যা থন্ড লেখেনা, থন্ডের  
অঙ্করগুলো  
হয়না অলৌকিক ভাবের বাহণ  
যেখানে অন্ধও মুখস্ত মানুষ নেই  
সেখানে খুঁজেছি আমার পৃথিবী।

## আমার ঘর

আমার ঘর  
দাঁড়িয়ে থাকে সারাদিন ভিটের উপর  
একা একা চেয়ে থাকে সূর্য ওঠা সূর্য ডোবা  
সকাল সন্ধ্যার শোভা  
ম্লান মুখে, শোনে কাক কবুতর  
দেয়ালে ও গাছে তক্ষকের স্বর  
সন্ধ্যায় হতুম পেঁচার ডাক  
অন্ধকারে আম জাম নির্বাক  
ঘিরে থাকে চারিদিকে  
ভয়ে ভয়ে অনিমিখে  
তবু ও আকাশ পানে  
আনমনা চেয়ে চেয়ে লক্ষ তারা গোনে।

জ্যোৎস্না এসে যখন দাঁড়ায়  
উঠোনে আঙ্গিনায়  
বিষন্ন হাসি দিয়ে তাকে যেন করে আলিঙ্গন,  
দরোজা জানালা সব বন্ধ সারাঙ্কণ,  
ভেতরে নিশ্চল নীরবতা  
কান্নার মতো জমে থাকে, ব্যথা  
করে উঠে বুক,  
ইঁদুর আর আরঙলা কী উৎসুক  
ফেরে ঘরময়—  
এ যেন আমার এক পরিচয়।

## বৈশাখী কবিতা

প্রায় অভিপ্রায়হীন কবিতা লেখায়, তবু  
কবিতা আসে, কেন আসে  
গাঢ়তম বেদনার পাশে?  
সে কি বেদনা রক্তে সিক্ত হতে চায়?

আমার মতো ভ্রাবাচাকা খাওয়া মানুষগুলোর  
সান্নিধ্য চায় কি কবিতা?  
জোনাক পোকাকর স্তুতি ছেড়ে  
মধ্য বিস্তের খোয়াড় থেকে  
সে আসবে কি এই ডাঙ্গায়  
বঞ্চনার আকাশ ছুঁয়ে অবশেষে কাল বৈশাখী হয়ে?  
আমরা অপেক্ষায় আছি, ছিঁড়ে ফেঁড়ে সব  
উড়াব ধুলির সাথে।  
আমরা অপাংতেয় যেন  
আমরা উপাদান শুধু  
কখনো হইনি কবিতার প্রাণ।

চৈত্র-আকাশ থেকে জন্মায় বৈশাখী কালো মেঘ  
সে মেঘের সঞ্চারণ দ্যাখো  
আমরা হব এক একটি কাল বৈশাখী কবিতা।

## ডালপালাহীন বৃক্ষটি

ডাল পালাহীন বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে থাকে  
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে  
কখনো দিগন্তে চোখ পড়ে  
সেখানে দেখে অনাবরক শূণ্যে  
উড়ছে একটি পাখা  
তখন বৃক্ষের শূণ্যে তার টান পড়ে  
তখন শিউরে উঠতে চায়  
তখন ডাল পালাহীন সেই  
বৃক্ষের শিহরণ  
আছড়ে পড়ে বৃক্ষের কন্দরে  
চারদিক তখন তার দিকে তাকিয়ে  
হয়তো নীরক থাকে

ডালপালাহীন বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে থাকে  
চৈত্রের শূণ্য মাঠে,  
কাকের বাসা বৃক্ষে তার  
কাক থেকে কাকের বাচ্চা হয়  
উৎপাত করে তারা -

কা কা আওয়াজ  
দুনিয়ার মাঝে এই যেন তার শোনার সঙ্গীত  
মাঝে মাঝে মনে হয় এ তার  
গলার আওয়াজ

বলতে চায় কিছু  
কিন্তু আওয়াজ ভাঙ্গা  
কি করবে সে, মূক দাঁড়িয়ে থাকে  
কিছুত আঁধারে।

## নব জাতকের কাছে উপহার

জন্মেছ যে শিশু আজ  
তুমি একুশ শতকের পৃথিবী পৃষ্ঠে  
দাঁড়াবে একদিন তাকাবে আকাশ  
আর চারদিকের অখিল শূণ্য।

আমি তোমাকে কি দেব আজ, যাবার আগে  
দিয়ে যাই ভূমিহীনতা দিয়ে যাই চোখের সর্ষে ফুল  
আর আমাদের আমৃত্যু সংগ্রাম  
এ নিয়ে দেখো বাঁচতে পার কিনা, দেখো

আমাদের অক্ষমতাটুকু ঘুচাতে পার কিনা।  
১২/২/৮৬

## হে বৈশাখ

চোত বৃষ্টিহীন গেছে  
পুড়ে গেছে মাঠের ফসল  
তুমি আনো বৃষ্টির জল।

তুমি আনো মেঘ  
আশার চিহ্ন আকাশে উড়াও  
তুমি দীন দুঃখীর হও।

বৈশাখ স্বাগতম!  
দীর্ঘশ্বাসের পথ বেয়ে  
এসো তুমি শান্তি হয়ে।

পুরনো বছর টেনে  
করনাকো ঝাঁক  
বৈশাখ, হে বৈশাখ।

# মাটি

(শ্রী জগৎজ্যোতি বড়য়াকে)

পা দাঁড়িয়ে আছে যেখানে

সে এক সম্ভাবনা

সে-ই অস্তিত্ব

আমার আমিত্ব

জীবনের সকল সোনা-

তাকাও সামনে তাকাও পেছনে

দেখ ঘরবাড়ী-

মসজিদ-মঠ

মঠের পেছনে বট

বটের ওধারে সারি-সারি

সবুজ বন রেখা

তারই মাঝখানে আঁকাবাঁকা

নদী

নদীতে জল, তরঙ্গের খেলা

ঝিলিমিলি নিরবধি

চরাচর প্রাণের খেলা

সারাবেলা গান

সুন্দরের-

মস্তুর

মতো মনে হয় সবই-

কে ঐকেছে এমন ছবি!

কেউ নয়, সে ওই জড়মাটি

উদার মাটি

অফুরন্ত প্রেমে,

থেমে নেই সে, তুমি কেন থেমে?

চলো চলো

তার সন্তান তার কথা বলো ।  
তার মতো হও কর্মে ধর্মে  
মর্মে বর্মে  
যত্নে ও ভালবাসায়  
বিরামহীন অক্লান্ত অতুল সহিষ্ণুতায় ।

## মানুষ

মানুষ জন্মায় শক্তি নিয়ে  
সে শক্তি তার  
লাভ ক্ষতি টানাটানির সংসারে  
ক্ষুদ্র খর্ব হয়ে যায়  
তখন চেনাই হয় না, তখন  
তাকে মনে হয় আরেক জনের পাপ  
ক্ষয় করতে করতে চলেছে নষ্ট চাদ ।

একবার ঘুচাও তার সামনে থেকে  
অতি আঁকা বাঁকা আমাদের পাতাভূবন  
তারপর দেখবে সে কি  
দেখবে সে আমাদেরই এক পরম ঈশ্বর ।



## বিজয় দিবস ৯০

গরীব এই দেশে  
মানুষ ভিক্ষে করে  
গরীব এই দেশে  
মানুষ মরে অনাহারে  
গরীব এই দেশে  
শিশু থাকে পথে  
গরীব এই দেশে  
রাজপথে নারী  
ভাঙ্গা আর্শিতে মুখ দেখে  
গরীব এই দেশে  
মানুষ মিছিলে যায়  
গুলী খায়  
লাশ হয়ে পড়ে থাকে পথে  
মা কাঁদে বোন কাঁদে  
স্ত্রীর অসহায় কাঁদনে  
গাছের পাতা ঝরে  
শূন্য বুকে ফিরে পিতা  
গরীব এই দেশে  
চিতা শুধু চিতা  
হে বিজয় দিবস  
আর নয়, এর  
ধারাবাহিকতায় আন ছেদ  
হে বিজয় দিবস  
তুমি জমিলার স্বপ্ন হও  
তার গায়ের বসন হও  
তার নিরাপদ আশ্রয় হও  
তুমি অনিলার দুঃখ ঘুচাও  
বেচারীর কেউ নেই  
যৌবন তার শত্রু  
তার বাঁচার সহায় হও  
হে বিজয় দিবস  
তুমি যেওনা শত্রুর কবলে।

# বাংলা আমার জননী

(বিজয় দিবস ৯০)

দলে দলে

মানুষ হটিছে

রাস্তা দিয়ে

কোথায় যাচ্ছে

ফুর্তির জোয়ার

আজ বিজয় দিবস

আবার

বাংলার মাঠে ঘাটে

প্রাণের প্রবাহ

উপল ভাঙ্গা বর্গাধার

দুঃসহ

দিন হল শেষ

পথের ঠিকানা

পেল বাংলাদেশ

মস্তানী নেই আর

মস্তানদের শিরোমনি

দেখে অন্ধকার

উধাও রাজাকার

আজ বিজয় দিবস

বাংলার যুবপ্রাণ, সাবাস!

ঘরে ঘরে উল্লাস

দুঃশামন নেই আর

নেই তার দরবার

স্বপ্ন উৎখাত

বাংলার যুবকেরা এনেছে আজ

সুন্দর এ প্রভাত

প্রাণের সওয়াত

আহ অপূর্ব এই দিন।

প্রাণে বাজে ঋণ  
কত প্রাণ নেই আজ  
কোথা তারা? কোথা তারা?  
আমাদেরই প্রিয় মুখ আপনজন  
বাংলাকে করেছে উর্বরা  
বাংলা বীর প্রসবিনী  
বাংলা আমার জননী।  
১৬/১২/৯০

## অমরতা তুমি

অমরতা তুমি সুখবাদীর  
দোলনায় দোল খাও সারাক্ষণ  
তুমি নন্দ দুলাল বাজাও বাঁশী  
সে বাঁশীর সুর লাগে কানে  
পাগল হয়ে ফেরে রবীন্দ্রমন।  
আমি তোমার বাঁশী শুনেছি কতবার  
কিন্তু রাধিকার মতো হতে পেরেছি কখন!

## বকুল গাছটি নেই

এমন একটি বকুল গাছ ছিল একদিন এখানে  
যার নীচে তুমি আমি দাঁড়াইতাম দুজনে  
আমরা কথা বলতাম পরস্পরে  
সেই আনন্দে বকুল শাখা উঠতো নড়ে  
বকুল পড়ত ঝরে  
বসন্ত বায়ু দাঁড়াত ঘিরে।

নদী বয়ে যেত ধীরে শান্ত লীলায় ছলছল  
তুমি দুটি ঘুঙুরপরা পা-শতদল  
ডুবায়ো জলে নাড়াতে যখন  
আলোড়ন উঠতো মৃদু সেই আলোড়ন  
ছুঁয়ে যেত নদী মন  
উড় উড় আচল পেছনে তখন!

সন্ধ্যা আসতো ধেয়ে বাসন্তী রঙে রাঙ্গা হয়ে  
তারই ছোঁয়া লাগতো জলের হৃদয়ে।  
তুমি এলো চূলে  
বকুল ছিঁড়ে ভাসাতে জলে  
মনের কথাটি ছুটত অজানা কূলে  
দূলে দূলে।

আজ সে বকুল গাছটি নেই  
তুমি ও যে নেই  
আমি একা দাঁড়িয়ে আছি  
মনে হয় তুমি কোথাও কাছাকাছি  
বাতাস বইছে ঘিরে  
নদী বয়ে যায় ধীরে।

১১/১/৯১

## বেড়াতে যাবে?

বেড়াতে যাবে? কোথায় যাবে বল  
পাহাড়ের ধারে? পাহাড়পুরে?  
ময়নামতি দেখে আসতে পারো  
কিন্মা ঝিউরী

কিন্তু আমার এসব জায়গায় যেতে ইচ্ছে নেই  
মন বলে এই সব মৃতস্থান  
প্রাণের খেলা নেই

আমার ঝর্ণা দেখতে ভাললাগে  
ভাল লাগে সমুদ্রের বিশালতা  
ভাল লাগে পাহাড়ের শীর্ষে উঠে  
নীচে তাকাতে  
আকাশকে দেখতে ইচ্ছে করে  
এবং সমগ্র নিসর্গের মধ্য  
নিজের ধারণা নিতে ভাল লাগে  
বল তুমি কোথায় যাবে?

৩০/৯/৯১

# বৈশাখী পূর্ণিমা

## (বুদ্ধমঙ্গলকর্ত্ত জীবন)

দুর্লভ মানবজীবন নিয়ে এ পৃথিবীতে আমাদের জন্ম  
এমন জীবন নষ্ট হোক হিংসায় বর্বরতায়  
মান হোক লোভে রিরংসায়  
কিন্মা পড়ে থাকুক অনাদরে ধূলায়  
এযিনি চাননি, যিনি একক সাধনায় আস্তাশীল  
না হয়ে  
গড়ে তুললেন সংঘশক্তিঃ  
উপদেশ দিলেন, বহুজনের হিতে বহুজনের সুখে ছাড়িয়ে পড়তে  
যিনি সর্বত্যাগী, যাঁর অপূর্ব ত্যাগে জেগে ওঠল বিশ্বমৈত্রী  
গুরু হল হিংসা থেকে অহিংসায় রূপান্তর  
তাকৈ নমস্কার না জানালে অপরাধ ঠেকে মনে

মানুষকে ভালবাসার মধ্যে মানুষের মুক্তি  
তাকৈ ডিঙিয়ে সোনালী দিনের প্রত্যাশা অকল্পনীয়  
বৈশাখী পূর্ণিমা তেমনি একখানি নমস্কার  
সমগ্র মন থেকে

## তথাগত একদিন

তথাগত একদিন তোমার কোমল পদতল  
স্পর্শ করত ভূমি এ ভারতের

শ্রাবস্তী সাকেত রাজগিরি  
জৈতবন মল্লদের শালবন জীবন্ত এখনো ভাসে  
চোখে, শারিপুত্ত মৌদগল্যায়ণ  
ক্ষেমা উৎপলবর্ণা মহাপ্রজাপতি গৌতমী  
এবং সশিষ্য তোমার পদচারণা ধর্মদেশনা  
উদাত্ত গম্ভীর আহবান  
এখনো যেন তেমনি সব বৈশালী কৌশাধী।  
ভগবন, চারদিক থেকে জনগণ  
স্রোতের মতো এসেছে তোমার পদতলে

-কী চেয়েছিল তারা?

আম্রপালি নগরগণিকা কী বুঝেছিল  
শান্ত হল অঙ্গুলীমাল যেন নিভে গেল অগ্নিশ্রোত  
কোন মন্ত্র বলে?

ভগবন, আজো সেই মন্ত্র চাই  
আজো ফেনিয়ে উঠুক শান্তির অমোঘবাণীঃ  
বিশ্বস্ত আহবান চাই আন্তরিক স্পর্শ চাই  
চাই ভালবাসার শুধু প্রেমের

বিশ্ব পরিবেশ,  
চাই তোমার আবির্ভাব শত কণ্ঠে সহস্র ধারায়।  
৩/৩/৮৫

## মানব পুত্র

দেবতা নও

তবু দাঁড়ালে এমন এক বেদীতে

দেবতার দাঁড়াল তোমাকে ঘিরে

কিসে মঙ্গল হয় জানেনা তারা।

তুমি বললেঃ

মুখের নয় পন্ডিতের সেবা

পূজনীয়ের পূজা,

এতেই উত্তম মঙ্গলঃ

ওরা জানতে চাইল সংসারের স্রষ্টা কে

তুমি বললেঃ

সংসার কে সৃষ্টি করেছে তা নয়

বরং কীভাবে সৃষ্টি তাই ভাবো

ঈশ্বর অনীশ্বর থেকে দূরে এক আনন্দলোক আছে

তাই করো জয়।

পথিক তুমি, পথে যেতে যেতে পিঠে লেগেছে তীর

সে তীর টেনে খুলে ফেলো—

আরোগ্য আগে,

তারপর খোঁজ কে তীর নিক্ষেপকারী।

তুমি বললেঃ

পিতৃ পিতামহের পথে নয়

গুরুবর বাক্যে নয়

তোমার অন্তর সত্যে

তুমি দীপ্ত হও, পূর্ণ হও, সামান্য নয় তুমি।

তোমার ভিতরে এক শক্তি আছে, তাই জাগ্রত করো

তুমি অস্পৃশ্য হয়ে নও।

দীন চিন্তা ত্যাগ করে

সংস্কারের বেড়া ভেঙ্গে

একদিন বাঁচো—বাঁচো বীর্যবন্ত হয়ে।

সংসার অনিত্য, তুমি একা



আত্মশক্তি সহায় তোমার  
সকল দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে  
তুমি তৈরী হও বীর পুরুষের মতো  
উপেক্ষা করো বৈরী হাওয়া  
ধৈর্যে ক্ষমায় প্রেমে পথ চলো।  
—এই কথাগুলো  
একদিন তোমাকে এনেছিল দেবতাদের উর্ধ্বে  
তুমি দেবতা নও, মানব পুত্র।  
২১/২/৯১

## মানুষ যখন

মানুষ যখন হেরে যাচ্ছিল ভন্ডের কাছে  
প্রতারক শঠ বলীয়ান সমাজের চৌদিকে  
ঠিক তখনি  
তোমার আহবান এনেছিল প্রাণ, বলকি  
উলেছিল ম্লান মুখ  
অন্ধকূপ ছেড়ে বাইরে এসেছিল ভীতনত মানুষ।  
মানুষ অপরাঙ্কে তাকে কে বাঁধে কুহকে  
কে তার শত্রু হত্যাকরবে মোহগর্তে?  
কালের দীর্ঘ পথে  
সে সাহস নেই কারো।  
আমরা ও জ্বলছি আপন প্রদীপ হয়ে।  
২৪/৮/৮৮

## তোমার অনুজ্ঞা

আলৌকিক কিছু নয়  
শুধু দুটো কথা বৃক্ষতলে অতিব পার্থিব-  
তুমি তোমার নাথ  
অন্য নাথ দেখিনাত

এ-ই সব এক কথায়, এ কথায়  
আমি কতগুলো নিভে যাওয়া দীপ  
জ্বলতে দেখেছি পূর্ণবার  
কতগুলো হেজে যাওয়া নদী  
বয়ে গেছে ছল ছল

কেউ তোমাকে বলে তথাগত  
কেউ বলে অমিতাভ  
ত্রিপিটক শাস্ত্রকার বলে সর্বজ্ঞ  
আমি জানি তুমি  
এ পৃথিবীর এক পার্বত্য কুমার  
লৌকিক সমাধান হাতে  
দুঃখের বিনাশ চাও

বড় জোর লোকগুরু বলতে পারি  
আটপৌরে কথাগুলো শুনেছে মানুষ  
ক্রমে উপেক্ষিত মানুষ  
প্রতারিত মানুষের দল  
ইতিহাসের অন্তরাল থেকে উঠে এল  
তারপর পা পা ছড়িয়ে পড়ল  
ভেসে গেল সীমানা

কোন জাদুমন্ত্র নয়  
ঐশী জ্যোশ নেই  
কৃপাণ নেই  
তবু স্বাগতম জানাল মানুষ

এ উথান নয় অভূথান  
আজো এ অভূথান ডিঙায় খরনদী  
কঠিন সময়

পৃথিবী বৃক্ষের পূরনো পাতারা  
ঝরে, গজায় নতুনতর  
সুজ্ঞান হয়েছে প্রখর  
তোমার অনুজ্ঞায় ঐহিক প্রেম  
অমল শান্তির দিশা  
ক্রমে প্রকটতর।

## বেশাখী পূর্ণিমা ১

সেদিন সূর্যাস্তের পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করতে করতে  
বনের শিয়রে

পূর্ণিমা চাঁদ উঠেছিল বৈশাখে।

নিরঞ্জনার জলে প্রতিবিম্ব

তুমি সহসা উঠে দাঁড়ালে

বোধিমূলে, অনন্ত অমা

ভেদ করে এলে আরেক পূর্ণিমা চাঁদ।

স্নিগ্ধ আলোয় ভরে গেল ধরা তল

পেল প্রাণ

পীড়িত তাপিত শোকাঁত মানুষ।

জড়ীভূত যে

জীবনের স্পন্দনে সেও উঠলো জেগে।

আজো সেই চাঁদ

শুধু শত মেঘ আবৃত করেছে সমস্ত আকাশ।

১৪/৯/৮৮

## তোমার মূর্তি

মূর্তিতে যারা তোমাকে ধরতে চেয়েছিল গান্ধারে  
তারা শিল্পী

তাদের হৃদয়ের প্রথম আকৃতি

ফুটেছে মুখে অবয়বে

ফুলের পেলবতা নিয়ে যৌথ শিল্পকর্মে।

আমরা আজো পাই টের

আজো তাদের অস্ফুট বানী

ভক্তির আতিশর্যে ছুঁয়ে যায় মন

আজো গান্ধার থেকে এশিয়ার কান্তারে প্রান্তরে

অযুত মনে জাগায় ভালবাসা।

হে প্রীতির প্রতীক, তোমাকে একটি কবিতায়

যায় না ধরা

তবু তাদের অপূর্ব মন একটি শিল্পকর্মে

উঠেছে ফুটে

তোমার মূর্তি তাদের একটি অপূর্ব কবিতা

ভাষা তার মিলেছে রেখায় জ্যোতির আভায়

ছন্দ মিলেছে পেলবতায়

তুমি যা হয়তো তা নেই কিন্তু যা আছে

সে তোমারই বর্ণনা

কল্পনা ধারায় দিয়েছে বয়ে।

এমন যে আর হয়না হতে পারেনা

প্রীতির বর্ণা যেন তোমার মূর্তি

নিঃশব্দে ঝরিছে কল্পনা।

## হে কবি

তোমাকে কবি বলতে পারি  
কবির আরা কি, মুক্ত  
প্রসারিত জীবনের জন্য সৌন্দর্য পূজারী।  
আপন ব্যথার পয়োধি থেকে  
কবি জেগে ওঠেন, তার পর  
অনন্ত কালকে প্রত্যক্ষ করেন, তারপর  
আপন সত্যকে প্রকাশ করেন নির্দিধায়  
তাতে ছন্দ পায় ছন্দহারা মানুষ।  
তুমি কবি, তোমার  
সত্য বাক্য এনেছে ছন্দ, গতি ও জীবনপ্রীতি  
তারই স্বাক্ষর  
দিকে দিকে লিখেছে শত কবি।

তুমি শিল্পী, তাই  
আমি মরা পাষণ করেছি জীবন্ত  
সকাল সন্ধ্যা জেগে।  
তোমার সৌন্দর্যবোধ  
আমি নিয়ে গেছি বিশ্বে বিশ্বে  
প্রচুর বিশ্বাসে, হে শিল্পী  
আজো সেই বোধ আমার মধ্যে  
হে কবি, আজো সেই কবিত্ব জাগে।  
২৪/৮/৮৮

## হাজার বছর আগের সূর্য

হাজার বছর আগের সূর্য  
যেমন জ্বলেছিলে  
এ নিখিলে

তেমনি আজো জ্বলো  
তোমার আলো দীপ্ত বলমলো।  
তোমার আলোয় এই আমি  
দিনে দিনে  
আপনাকে নিচ্ছি চিনে।

তোমার আলোয় নেই তো দেশ  
নেই তো কাল  
নেই কোন আড়াল  
তুমি স্বচ্ছ আলো  
সবার জন্য জ্বল তুমি সবার কথা বল।  
গরীব যে দুঃখী যে  
তোমার আলো যায় সহজে  
তারো কাছে, তার যত কালো  
তুমি কর আলো।

তোমার কাছে নেই পতিত  
নেই অবহেলিত  
নেই ছোট বড়  
তুমি সবার গৌরব তুলে ধর।  
হাজার বছর আগের সূর্য  
মানবাকাশে  
জ্বল তুমি শান্তির আশ্বাসে।

## বৈশাখী পূর্ণিমা ২

বৈশাখী পূর্ণিমা এসেছে আবার -

তোমার জন্মদিন

তোমার সিদ্ধিলাভ

তোমার মহাপরিনির্বান

এ ত্রয়ীর ভিতরে তুমি, তোমার

অনুপম কীর্তি কথা প্রেমজ্যোতি শান্তির অতীন্দ্রা-

আজ্ঞা সিন্ধু করে মন, প্রাত্যহিক অঙ্গনে

সত্য হয়ে ওঠে তোমার প্রয়োজন।

হে অপূর্ব প্রাণ,

তুমি ছিলে একদিন

পবিত্র করে সব

মমতা মাধুর্যে ভরে দিয়ে আমাদের জীবন।

আজ তুমি নেই, মাধুর্য সব

খসে পড়ে যেন জীর্ণ দেয়ালের পলস্তারা

দেখেছি হিরোসীমা

আমাদের চিহ্নের দৈন্য নাগাসাকি

মাইলা দেখেছি

আরো কত নিষ্ঠুর ছবিঃ

আমরা তোমা হতে দূরে গিয়ে পেয়েছি এই সব।

আমাদের দস্ত আমরা প্রকৃতিকে

করেছি জয়, কিন্তু মানুষকে রেখেছি দূরে

মানুষকে বিপাকে ফেলে

আমরা চলেছি দাস্তিক মানুষ একবিংশ শতকে।

হে মহাপ্রাণ, আমাদের দস্ত করো ক্ষয়

তোমার পূর্ণিমা দিনে এই সত্য ঝলকি উঠুক

মনুষ্যত্ব মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

## বুদ্ধ এক বিশ্বয়

বুদ্ধ এক বিশ্বয় আমার কাছে এক নতুন জগৎ  
নতুন অনুভূতির আলোড়ন তোলে আমার মধ্যে প্রত্যহ  
আমি ফিরে ফিরে পাই এবং যাই

গভীর থেকে গভীরতর মনোভূমে  
যেন এই আমার বুক বৈশালী শ্রাবস্তী  
সাক্ষেত মগধ আম্রপালির আম্রকানন  
যেন বুদ্ধ আসে কোশলে

সরুপথ, তরুরাজি ধরে ঘন ছায়া  
যেন আসে মৃগদাবে  
আসে ক্ষেমা উৎপলবর্ণা মহাপ্রজাপতি গৌতমী  
আনন্দ ধামে—

জৈতবন, বর্ষাবাস, প্রবারণা—  
আমি যেন পাই আভাস এ বৃকে  
অনাথপিণ্ডদ আমি যেন বুদ্ধের কাছে যাই  
বিনয়ধর উপালি আমি

পেয়েছি নতুন জগৎ  
বোধিদ্রুম তলে মহাজাগরণের পেয়েছি স্পর্শ  
পঞ্চশিষ্য যেন আমার মধ্যে মন্ত্রমুগ্ধ শোনে তত্ত্বকথাঃ  
চরখ ভিক্ষুরে চারিকং

বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় . . . .  
তারপরও শুনি এই শতাব্দীর জীর্ণজ্বরে  
মহাবুদ্ধের আহবান।



## অনন্য বৃক্ষ

ক্লান্ত হয়ে পড়ি মাঝে মাঝে বড় বেশী অসহায় হয়ে যাই  
তোমার শীতল ছায়ায় দাঁড়ালে খানিক  
শান্তি পাই, বড় বেশী শান্তি পাই—  
সব কেড়ে নিতে চায় আজ সভ্যতা—বণিক।

তুমি যেন সেই বৃক্ষ বিরাট সূর্যতাপে  
ছায়া দাও শুধু মৃদুল বাতাস  
ক্লান্তি মুছায়ে দাও আশ্বাস  
গভীর শূন্যায় সারাও চিত্ত খোদাও অনুতাপে।

বিশ্ব এমন বৃক্ষ দেখেনি কখনো  
যে বৃক্ষের ফল সারায় জন্ম তাপ  
আপন হাওয়া দিয়ে জানায় সম্ভাষণ  
তুলে নেয় ধীরে ধীরে সমস্ত সম্ভাপ।  
১২/৮/৮৬

## তথাগত বলছেন ডেকে

মানুষকে ভালবাসতে হয় ত্যাগ দিয়ে  
অস্ত্র বলে প্রভু সেজে ভয় দেখিয়ে  
মানুষকে ভালবাসা যায় না  
ভালবাসা যায় না অদৃশ্য নলে  
রক্ত চুরি করে শিরার  
লোভের সাম্রাজ্য গড়ে  
মর্মে হিংসা মুখে প্রেম  
এ শুধু ভালবাসার ভড়ং

দেখুন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে  
কত ভাঙ্গা গড়া হলো  
চোরা বালির পরে নির্মিত প্রাসাদ  
ধ্বংসে গেল বার বার

একটিবার ভিত্ পাওয়া গেল না  
আস্থার ভূমি ছাড়া কোথায় হবে ঘর  
শান্তির বসতি—  
তথাগত এই তো বলছেন ডেকে।  
১৬/৮/৮৬

## হেরে গিয়ে জিতেছি

একদিন দারুণ বিতর্কে  
তুমি হেরে গিয়েছিলে  
আমরা ভেবেছিলাম অস্ত্রই বুঝি  
অমোঘ নিয়ন্তা  
আজ বুঝেছি আমাদের ভুল  
বুদ্ধ, আমাদের অবিদ্যাকে ক্ষমা করো।

আজ বুঝেছি অস্ত্রে কি দারুণ  
অন্ধকার লেখা  
রক্তপাতে শেষ সমাধান নেই  
তাই আবার তোমার  
বিজয় শুরু হলো  
আমরা হেরে গিয়ে জিতেছি।

১৬/৮/৮৬

## নিরুপম আলো

ওরা বলে  
তোমার আলোয়  
দুঃখের কালো  
জেগে আছে, তুমি দুঃখবাদীঃ  
অমিতাভ, তোমার অমিত আভা  
হৃদয়ে রেখেছি  
আমি দেখিনি কোন কালো

আলো যদি হয়  
আপন প্রত্যয়  
হয় যদি পথের আঁধারে  
আপন প্রদীপ ছালা  
নিজের ভিতরে জেগে  
স্বয়ম্ভু সৃজন

তা হলে  
তোমার চেয়ে সত্য বল কেবা।  
জীবন ক্ষণিক  
বুদ্বুদ ঘোলাজলে  
তুমি তাকে দিয়েছ দীপ্তি  
সর্ব কালের  
সর্বজয়ী বুদ্ধের,  
করেছ মূর্তিমান  
মহাকারুনিকে

দুঃখ করেছ জয়  
নিরুপম তোমার আলো  
ওদের অকারণ সংশয়।

## রাজা হতে সাধ নেই

রাজা হতে সাধ নেই, রাজ্যপাট  
চাই না হে সিদ্ধার্থ  
চাই ধুলোবালির পৃথিবী, নদী তীর,  
উদাস মাঝির গান।

পৃথিবীটা কী সুন্দর, সিদ্ধার্থ,  
যার মালিক আমি নই,  
আমার সমস্ত অনুভবে ছায়া ফেলে  
আমার সমস্ত প্রাণে  
জ্বেকে থাকে বিশ্বয়।  
একজন ভবঘুরে জানে পৃথিবী কি  
এবং দেশ পার হয়ে দেশে দেশে  
চলে যাওয়ার হাওয়া,  
একমাত্র ভবঘুরে পায় সীমাহীনকে।

আমার মাঝে আজ সীমাহীনের  
পুলক লাগে,  
আমার উপলক্ষিতে তোমার চলার আনন্দ  
আমার দুই চোখে তোমার চাওয়া, হে সিদ্ধার্থ।  
এমনকরে পৃথিবীকে পাওয়া  
সে যে কি সে তুমি জান  
তাইতো তোমার দুই চোখে  
জ্বেকেছিল 'মৈত্রীর ভূবন।'

## যখন যা কিছু

যখন যা কিছু লিখতে চাই  
তোমার দিকে চলে যায় কলম  
মনের ভিতরে তুমি  
ছায়া ফেলে আছ যে গৌতম।

প্রতিরোধ করতে করতে আমাকে পথ চলতে হয়  
হর হামেশাই প্রতিবাদ করতে হয়  
কত আঁচরের চিহ্ন শরীরে, কত যন্ত্রনা মনে  
পথে পথে হিংসা হেনেছে কারণে অকারণে  
আজো হানে আজো পথ চলি সাবধানে  
আমার সকাল আমার দুপুর  
তবুও তোমাকে পায়

তবুও তোমাকে চায় সিদ্ধার্থ,  
আজো আমার জীবন জানেনা  
জীবনের অন্য কোন অর্থঃ  
জীবন মানে উচ্চ সাধনা জীবন মানে বুদ্ধ  
জীবন মানে সবার জন্যে প্রেম অনিরুদ্ধ।

## তুমি বুদ্ধ আমি সেনাপতি

আমি যেন কত জনা থেকে  
যুদ্ধ করতে করতে হয়রাণ  
এ জন্মেও এসেছি সত্যের অভিমানে  
আমি সিংহ, হয়েছে প্রবুদ্ধ  
তোমারই সত্য সন্তোষণে  
তুমি বুদ্ধ আমি সেনাপতি  
দিয়েছ আমাকে কল্যাণকর  
পৃথিবীর সম্মতি।

সিংহ : বৈশালীর সেনাপতি সিংহ, ইনি প্রথমে শ্রমণ মহাবীরের গৃহশিষ্য হন।  
সেনা নায়কের কর্তব্য সম্পাদনে কোন নিষেধ না থাকলে ও স্বাভাবিক  
জীবনযাত্রায় তাঁকে জাতি-বহিষ্কৃতের মতো মনে হলে তিনি বৈশালীর  
কুটাগার শালায় বুদ্ধের সমীপবর্তী হন, এবং কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে  
সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও স্বাভাবিক জীবন চর্চায় ফিরে  
আসেন।

## সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণ

### ১ঃ শুদ্ধোদন

রাজপুরী খাঁ খাঁ করছে  
না, আমার মন।  
বৃদ্ধ বয়সে যে ভরসায় ছিলাম  
আজ তা উবে গেল।

সিদ্ধার্থ সত্য চায়, কিন্তু আমি কি  
মিথ্যায় মগ্ন আছি?  
যদি মিথ্যা তবে তার অস্তিত্ব  
মিথ্যা দিয়ে গড়া।

আমি জানি এ সূর্য এ পৃথিবী  
এই শুদ্ধোদন মিথ্যা নয়  
ওই গোপা মিথ্যা নয়  
ওই রাহুল মিথ্যা নয়।

তবে সিদ্ধার্থ কেন তাকালনা  
আমার দিকে কেন তাকালনা?  
কেন রাজপুরী শূণ্য করে  
শূণ্যের বুকে পা রাখল?

সিদ্ধার্থ, তুমি ফিরে এসো  
ফিরে এসো তুমি, আমি পিতা  
বলছি, ফিরে এসো  
এ-ই সনাতন পথ।

## ২ঃ সিদ্ধার্থ

এতোদিন ছিলাম যেখানে  
সত্য সেথা হিমিড় খেয়ে পড়েছিল  
দেখেছি জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু  
দেখেছি ঘরছাড়া মানুষ।

এ-ই পথ, দুধারে সবুজ  
ওপরে আকাশ  
মাঝখানে আমি  
এই তো সনাতন পথ!

যতো চলি, কী যে লাগে!  
সনাতনের দেওয়াল ভিঙিয়ে  
পেয়েছি অবাধ পৃথিবী  
আলো হাওয়া অগাধ ফুর্তি!

এখানে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর  
গ্লানি নেই, সত্যের  
নব নব বিকাশে প্রোজ্জ্বল  
এখানে জীবন স্বতঃস্ফূর্ত!

সত্য যোগ্য পুরুষের, সত্য  
সাহসী পুরুষের চিরদিন।  
আমি সত্যকে বরণ করেছি  
মিথ্যা-মোহে ভুলিনি।



## বুদ্ধের উদান

রাজ-সিংহাসন-পিতৃরাজ্য-  
ছিল বলমলে পোষাক ছিলাম রাজকুমার  
আজ আমি পূর্ব দিগন্ত থেকে  
দেখছি গত দিনের পশ্চিমের সূর্যঃ  
এমনই বদলায় সবই  
অস্থির এ পৃথিবী।

ছিলাম একদিন পুত্র কারো  
কারো স্বামী কারো পিতা  
আজ আমি শাস্তা  
দুঃখের নাড়ী ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছি  
আমার চারিদিকে অনিত্যের হাহাকার  
মর্মে জমেছে অশ্রু।  
শত শত বছরের পৃথিবী  
সান্ত্বনার অভাবে যেন কৃষা  
আমি কৃষাকে সাত্বনা দিয়েছি  
এই আমার সাধনা।

রাজ প্রাসাদ আমাকে ধারণ করতে পারেনি  
আমি এসেছি রাজপথে  
সসাগরা পৃথ্বী চরণতলে আমার  
উদ্বেগ উদার নীলাকাশ  
এরই মাঝে শত মানুষের মধ্যে  
আমি আর আমার ভিক্ষুসংঘ  
মানিনা কোন বাধা, ক্ষণ কালের  
কোন সামান্যের ঔদ্ধত্য  
কোন খন্ড সত্য  
আচছন্ন করে না দৃষ্টি।

চরণতলে লয় হয় ক্ষণকাল  
নিরুদ্বেগে চলেছি সামনে  
এ চলা আমাদের

কে থামাবে?

আমরা সান্ত্বনা দিয়ে যাব  
জীবন ফিরিয়ে দেব অঙ্গুলী মালাকে  
আমার ফিরিয়ে দেব আস্থার ভূমি  
আমরা সঙ্গে নেব আম্র পালিকে।

ঘরে ঘরে পৌঁছাব সত্যবাণী  
জাগিয়ে দেব নির্জিত প্রাণ  
আমরা চিরদিন মানুষের মহিমাকে  
উক্ষে তুলে ধরব  
জীবন দিয়ে জ্বালাব মুক্তির আলোক

কৃষাঃ পুত্র শোকাতুরা রমণী, যিনি পুত্রের লাশ  
কোলো নিয়ে 'আমার পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে  
দাও' বলে কেঁদে কেঁদে ফিরছিলেন।

## অনন্য শরণ মন্ত্র

ভগবান তার নাম  
গম্ভীর যিনি নীরব যিনি  
তার আরাধনা  
অরণ্য রোদনঃ  
থাকুন তিনি যেমন আছেন  
তুমি অপ্রমত্ত হয়ে  
সামনে এগিয়ে চল ।

তুমি প্রজ্ঞার আলো ফেলে  
আলো কর সব  
দুর্জয়কে জয় করো  
নিজের হীনাবস্থাকে ফেলে এসো  
চলে এসো এই আসনে  
এই পদ্মাসনে  
এটি বুকের আসন ।

তুমি নির্ভয় হও  
ভয় থেকে মুক্ত হও তুমি  
সে যেমনি হোক লোকভয় রাজভয়  
নিজকে অতিক্রম করো তুমি  
মৃত্যুকে করো জয় ।

যুদ্ধজয়ের চেয়ে ও  
নিজকে জয় কঠিন সে জয়  
তুমি কঠিনকে ভালবাস  
তোমার শরণ তুমি  
তুমি অনন্য শরণ হও ।

## তোমারই অগ্নি উপদেশ

শাক্যদের অহংকার ছিল  
শাক্যসিংহ সে অহংকার ভেঙ্গে  
চূর্ণ করে দিয়েছিল  
উপালিকে সংঘে দিয়ে ঠাই  
উপালি নাপিতপুত্র অনভিজাত।

সামাজিক পীড়নমুক্ত  
উপালি উঠল জেগে  
জীবন তার সার্থক হল  
বিনয়ধর রূপে।

অমিতাভ, আজ কত উপালি  
আপন শয্যায় নিদ্রাহীন  
যে সম্ভাবনা তার হতো কীর্তি মানুষের শক্তি  
তাই আজ জ্বলে অপমানেঃ  
তুব সত্য, তারা জাগ্রত আজ  
আত্ম নিবেদন করেছে মুক্তির সংগ্রামে।

এ বীর্য তাদের  
যেন তোমারই অগ্নি উপদেশ—  
হও বীর্যবান  
শক্তিকে ধারণ করো  
হয়োনা হীনবীর্য, নিজেকে  
করোনা অসন্মান।

## বুদ্ধমূর্তি

জীবনকে জ্বলন্ত অঙ্গার বলেছিল কেউ কেউঃ  
মানুষের সামনে থেকে আলো নিভে গিয়ে  
এক অন্ধকার এল

এল কম্পমান ভয়  
ভূত ভবিষ্যৎ সব মুছে গেল  
মুছে গেল উষসী উষা ঝলোমলো দিন  
জ্যোৎস্নাময় রাত  
মাঠে সবুজ সব মুছে গেল  
এল ধূসর উষর বেলা  
তারই মাঝে দাঁড়াল মানুষ শক্তিহীন তাৎপর্য হীন  
একান্ত অসহায়  
ধাক্কানা জীবনের কোন মানে।

এমনই সংকটে, কে শিল্পী  
নিয়ে এলে বুদ্ধের এক অনন্য মূর্তি  
এল আবেগ এল প্রাণ বিশ্বাস ভালবাসা  
শূণ্যকে পূর্ণ করে এল চমৎকার আশা  
এল দিন এল রাত্রি

এল গতিময় ছন্দময় প্রবাহ  
মানুষ পেল ভিত পেল যেন অবলম্বন  
সকলকে সাথে নিয়ে এগুবার প্রেরণা-  
মূর্তি তো নয় যেন প্রীতির নির্মাণ  
গ্রীক ভারতের

যেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির কবিতা  
দর্শনে তৃপ্তপ্রাণ আপনি আনত মাথা  
মন বলে, এরই জন্যে ছিলাম বসে  
আমি পূণ্যবান

দাও উজ্জার করে সব - দাও-দাও  
বেছে নাও শুধু সত্য-জীবনখাণি-  
এর চেয়ে পবিত্র কিছু নেই

আমি হব এ ধরায় শান্তির পূজারী  
মানুষ থাকুক সুখে, আমি চাইব  
আর কোন কাক্স নেই এ ক্ষুদ্র জীবনে।  
৯/৯/৯১

## সংঘ-শক্তি

সমাজের নীচে অন্ধকার  
শক্তিহীন মানুষের হাহাকার,  
ওপরে শক্তিমত্ত  
শাসন করছে মর্ত্য  
এরই মাঝখানে তখন  
দাড়াল সংঘ সংগঠন।

সমুদ্র বহু নদী উপ নদীর  
আত্মদানে একাকার গভীর  
তেমনি ধনী নির্ধন  
অন্ত্যজ্ঞ আর ব্রাহ্মণ  
মিলে যে শক্তি  
তার নাম সংঘ শক্তি—

সে শক্তির ব্রত শুধু  
মানব কল্যাণ  
দুর্বল কি শক্তিমান  
এক, নেই হীন নেই পতিত  
সকলে মানুষ, মানুষ পবিত্র,—  
বলেন তথাগত।

## দুটি চোখ ছিল

দুটি চোখ ছিল  
একদা এ পৃথিবীতে  
যে চোখে মৃত্যুর রূপ  
ধরা পড়েছিল।  
দেখেছিল এ গ্রহটিতে  
মৃত্যুরই রাজত্ব একা  
তার সাথে মিত্রতা  
হয়না কোন দিন।

তিনি ফুটিয়ে তুললেন মৃত্যুকে  
দেশনায় উপদেশেঃ  
শিষ্যকে বললেন, অপ্রমত্ত হও  
তাকাও মৃত্যুর দিকে।

শিষ্য তাকাল, শুধু কি শিষ্য?  
গরীব প্রজা থেকে শক্তিদর রাজা  
তাকাল একবারঃ  
সবার চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন।

রূপসী মুখ দেখলনা দর্পনে  
খুনী দাঁড়াল ফিরে  
শোকাতুরা শোক ভূলে  
বলল, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

মৃত্যুকে ফুটিয়ে তোলো  
মানুষের কল্যাণে।

তোমার গভীর বাণী  
আমার প্রাণে অনন্য হয়ে ওঠে—  
হে অপূর্ব প্রাণ  
আমার হৃদয়ে আনে গান।

১)

পূর্ণিমাচাঁদ নেমে শাল বিথীকায়  
মহামায়ার কোলে ওই দেখ দোল খায়।  
দোল খায় দোল খায়  
সখীদল গান গায়  
আলোক শিশু এল যে ধরার ধূলায়।

চরাচর বলে যেন 'এসেছে এসেছে'  
দিগবধু উচ্ছল খুশীতে নেচেছে।  
ফুলদল অনুগম  
বলে যেন নমোনম  
তমোহর হাসে ওই ঘনতম ধায়।

(২)

সে যে কত পুণ্যে  
তথাগত, আমাদের জন্যে  
তোমার জন্য ধরার ধূলাতে!  
আড়াই হাজার বছর আগে  
শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা জাগে  
তুমি এলে কপিলাবস্তুতে।  
অভয় হাত উঠিয়ে তুমি জাগালে নির্ভয় প্রাণ  
সেই হতে আমার দলে দলে  
এসেছি সামনের পথে চলে  
আত্ম-নির্ভর দাঁড়িয়েছি বিশ্বসভাতে।



(৩)

জ্যোতি, কোন জ্যোতিতে পেলো তুমি  
এতো আলো  
কিসের টানে সবটুকু  
ভেসে গেল  
রাজ্য তোমার সিংহাসন লাগল না আর  
মোটো ভাল।

মৃত্যু এসে  
লে সত্য বুঝি  
অনাথ বড়  
হু সত্য খুঁজি  
হ হ কেঁদেছিল তোমার মন  
দুলে উঠেছিল  
করুণার আলোড়ণ?  
হুমি উঠলে জ্বলে আপন বিভায়  
যে মিশ্র বড় জীবন জুড়ায়  
যে আজ ছড়িয়ে দিতে চায় মন  
গরই গভীর আলোড়ণ  
জাগে সারাক্ষণ।

(৪)

যে শুনি যে আহবান  
এ চিন্তে আমার  
সে যে বুদ্ধ তোমার!  
কাল সকল কাজে তোমার ছায়া মনের মাঝে  
দোলে বার বার!  
কল দগ্ধ ব্যথা আমার শূন্যতা  
পায় যে প্রিয় তোমার পূর্ণতা।  
আজ্ঞো আছি সকল দগ্ধে ও বাঁচি  
স্বপ্ন দেখি আর।

(৫)

আমার দঃখে তুমি দাও বল  
বুদ্ধ হে দশবল।  
আমার হৃদয়লোক ছেয়ে আছে গাঢ় শোক  
আমার মর্মে জ্বলে  
জন্মের অনল।  
আমার শুনতে একান্ত বাসনা  
তোমার সে দেশনা।  
দুঃখহরা মন্দ্রস্বর ছেয়ে উঠুক অম্বর  
ভরে যাক সান্দ্রসুরে  
এ হৃদয় তল।

(৬)

তোমার আলো	আমার জীবন করুণক জয়।
করুণক	সকল আঁধার ক্ষয়
	হে তথাগত
	আমার হৃদয়ে যাতনা যত
হোক অপগত	হোক এই চিন্তা আনন্দময়।

আমার মনে	যত দ্বিধা জড়তা সংশয়
হে মুনি,	হোক ক্ষয় হোক ক্ষয়।

	তোমার বীর্য লভুক
	আমার এ চিন্তলোক
জ্বলুক হৃদয়	সত্য আলোকে হোক দুর্জয়।

(৭)

ধরাশু কূলে জন্ম আমার একি কম কথা  
একথাটি বুঝেছি যেই ভুলেছি সব ব্যথা।  
এখানে সূর্য তারা এখানে ফুলের ধারা  
এখানে কলকল নদীর ব্যাকুলতা।

ধূলার থেকে ধূলাহীনের পূত আবির্ভাব  
তোমায় পেয়ে শান্ত হল মনে দুঃখ ভাব।  
পূন্য ভূমি এ ধারনী এখানে অনেক গুণী  
অনেক আলোয় উঠলো পুরে মনের শূন্যতা।

(৮)

কেন তোমার কথা মনে আমার আসে বারে বার  
তথাগত হে আমার!  
যখন দেখি পথের ধারে গভীর অন্ধকার  
যখন দেখি দুঃখের মাঝে এ জীবন আমার  
যখন দেখি কাঁটাকীর্ণ আমার চলার পথ জীর্ণ  
যখন দেখি হিংসা এসে ঘিরেছে চারিদিক  
তথাগত হে আমার।  
জন্ম থেকে জীবন আমার গভীর একাকী  
একলা চলি যেন এক আপন বিবাগী।  
তোমার আলো এমন তীক্ষ্ণ দুঃখ করে ছিন্ন ভিন্ন  
আঁধার শেষে দেখতে যে পাই আলোর অভিসার  
তথাগত হে আমার।

(৯)

মনের মাঝে তুমি আমার আসন পেতে যেন  
জীবন আমার তোমার পাশে নিরনজনা হেন।  
দুঃখ সুখের ঢেউ এর মাঝে চলেছি আমি আপন কাজে  
তুমি আছ ধ্যানের মাঝে নেই বিঘ্ন কোন।  
ওগো মুনি, ধ্যানে ধ্যানে যাও যে গভীরে  
বোধি তরঙ্গ পাতা নাচে শরৎ সমীরে।  
পঞ্চ শিষ্য যাক না চলে তোমায় মোটে কিছু না বলে  
তোমার আসন টালিয়ে দিতে পারবে না কখনো।

(১০)

যত আঘাত পেয়েছি মনে সকল আঘাত  
আনুক আজ এই জীবনে নতুন প্রভাত।  
ঘুটিয়ে সকল কালো আমি চাই যে তোমার আলো  
আমায় ঘিরে বহক ধীরে আলোর প্রপাত।

আলোর ধারে বসে আমার আহত এ মন  
ভুলুক শোক দুলুক প্রানে মহা শিহরণ।  
চারিদিকে ফুলরাশি বনে বাজুক মোহন বাঁশী  
এ জীবনের ক্ষণরাশি ভুলুক অপঘাত।

(১১)

নিরঞ্জনার জল

মুছাও মুছাও মুছাও	শোক অশ্রুজল।
এসেছি তোমার পাশে	যাতনা ভুলার আশে
ভুলাও ভুলাও ভুলাও	বেদনা সকল।

তোমার গভীর নীরে শরীর ডুবায়  
আমি আছি সারাক্ষণ, দাও গো জুড়ায়।  
তোমার শান্তি সুখা মিটাক তৃষ্ণা ক্ষুধা  
যাক নিভে চিরতরে বাসনা অনল।

(১২)

তোমার জন্যে মন পড়ে থাক সে তো আমি চাইনে  
আমার পথে আমি চলি বাধা পথে যাইনে।  
আমার প্রানে যে শিহরণ  
যত্নে আমি করি ধারণ  
তারই সাথে জড়াই জীবন, বারণ গীতি গাইনে।  
জানি তাতে জানি তোমার নেই বিরোধ খানা  
আপন মনে ডুব দিয়ে যায় আপনাকে চেনা।  
জীবন যদি স্বতঃস্ফূর্ত  
তাতে তোমার আসল সত্য-  
আপনি মন জেগে ওঠে, তার তুলনা হয় না।

(১৩)

আমার দুচোখে জল  
মুছাবে যে সে দশবল  
তার হৃদিশ পেয়েছি            এই মনে আমার মনে।  
মনে বয় কলস্বনা  
পুত নদী নিরঞ্জন  
তারই তীরে বোধিমূলে        সিদ্ধার্থ ধ্যানে।

আসবে একদিন শুভদিন  
বৈশাখী পূর্ণিমা আসবে একদিন।  
সেই শুভক্ষণে ঝলমল  
করবে চরাচর বনতল  
আমার দুঃখের রাত হবে ভোর  
ভরবে চিত্ত আনন্দ গানে।

(১৪)

তোমার আলো  
          লাগল ভাল  
          লাগল ভাল  
গহন মনে  
          ঘুচল কালো  
          ঘুচল কালো।

নয়ন মেলে দিকে দিকে  
তাকাই আমি কী পুলকে  
আমায় ঘিরে পবন ভাসে  
          হাসে দূরের

তোমার আলো                    তারা গুলো।  
          সরল আলো  
          নেই কুহেলী

সহজে দেখি  
তুমি পথে পথে দেখেছিলে যে মরণ  
          ফাঁদ পেতে আছে সর্বক্ষণ  
                                  জুড়তা ভয়  
মনে মনে গড়েছে নিলয়

স্বচ্ছ দেখি  
দেখি সকলই।

নেই ধাঁধা আধা ঢাকা  
নেই ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখা  
সকল আলো সফল আলো  
ছলা কলার নেই তো ধূলো।

(১৫)

কে এক পথিক	ডাক দিয়ে চলে যায়।
বলে আয়	ফেলে আয় সব
ওই যে মহা	আলোর উৎসব
বলে আয়	উঠবি জেগে আপন বিভায়।

আমি ঘর থেকে	শুনি সেই ডাক
এ যে তোমারই	ডাক আমি জানি
তাই মোটে	হইনে অবাক।

আমি চিনি যে	তোমার সরনী
এ পথ মিশেছে	বিশ্ব জনতায়।

(১৬)

কেন রাস্তা বসন জড়িয়ে নিলে গায়  
পথে পথে ফিরলে পথিক কি বেদনায়  
আমি জেনেছি তা  
শুগো মিতা  
যে কথাটি জেগে ছিল তোমার দেশনায়।

সেই নিলয়ে নীরবে তুমি দাঁড়ালে একা  
জাগালে আলোর রেখা  
সাহস আর শক্তি প্রতীক, প্রণাম তোমার পায়।

(১৭)

দাও আমাকে মনের দৃঢ়বল।  
আর কিছু নয় আর কিছু আমি চাইবনা দশবল।  
যদি বল পাই মনে           যে শক্তি সংগোপনে  
আছে তা জাগায়ে তুলব জীবনে, সুন্দর নির্মল!

জেনেছি এই অন্তর মাঝে রয়েছে বুদ্ধাংকুর!  
সেই কল্যাণ শক্তি জাগাতে তৃষ্ণাকে দেব দূর।  
লোভ মোহ ত্যাগ করে করুন্যার পথ ধরে  
মানুষে কেবল ভালবাসা শুধু করে নেব সম্বল।

(১৮)

বুদ্ধকে জাননাকি           তিনি মহাকরণা  
ঝর ঝর ঝরে তার       প্রীতির ঝরণা।  
সুশীতল সে ধারায়  
জ্বনের তাপ যায়  
মুছে যায় মর্মের           দুঃখ ও যাতনা।

জ্বার বুলে জাগে           জীবনের সাড়া  
অবিদ্যা-তম নাশে       আলোর ফোয়ারা।  
অসহায় পায় বল-  
মোছ মোছ আঁখি জল  
আপনাকে কখুনো       হেয় করোনা।

(১৯)

বুদ্ধে ভালবাস যদি       চিন্তা শুদ্ধ কর।  
সবার হিতে সবার পথে   জীবন তুলে ধর।  
দুঃখী যারা পায়না দিশা   জীবন যাদের অমানিশা  
পথের দিশা দিতে তাদের   প্রতিজ্ঞা উচ্চারণো।

জন্ম তব যেমন হোক  
সবার জন্যে উন্মুক্ত  
বিপুল এই বিশ্ব মাঝে  
অপ্রমত্ত হয়ে ফের

কর্ম হোক সুন্দর  
করো নিজ অন্তর।  
ব্যস্ত রেখো নিজেই কাজে  
সত্য আকঁরে ধর।

(২০)

তোমার কথা বলব নানা ভাবে  
আমার যত কথা গাঁথা  
বলব কথার ছলে  
যেখানে যাই সেখানেতে

নানান অনুভাবে।  
বলব সত্যস্থলে  
বলব সগৌরবে।

যেখানে শোক হতাশা আর চরম ব্যর্থতা  
চোখে আলোক লাগলে মনে জাগায় দ্বন্দ্ব তা।

শক্তির অপরাধে      যেখানে মানুষ কাঁদে  
সেখানে তোমার বাণী      পৌঁছে দেব নীরবে।

(২১)

প্রীতিময় তুমি শুধু প্রেমময়  
তুমি সমস্ত কল্যাণ প্রতীক,  
হে অপূর্ব প্রাণ  
তোমাকে ঘিরে মনে সুন্দর  
হোক প্রোজ্জ্বল জ্যোতির্জ্ঞান  
সত্য বিকশি উঠুক সহজে  
মিথ্যার হোক অবসান।

(২২)

চিন্তা আমার হবে আলোকময়  
যত তমোরাশি করে ক্ষয়।  
হব আমি মুক্ত স্বাধীন  
আমার যত ব্যথা  
হবে কবিতা  
হবে মুক্ত মনের ছন্দ গান  
এই তো আমি চেয়েছি চিরদিন।



তাই কোন ভয় কোন দ্বিধা  
কোন কুৎসার কাদা  
আমাকে করে না সামান্য বিচলিত।  
আমি আপন পথে  
আপন মতে  
থেকেছি নিশ্চিত বার বার  
আর চেয়েছি আঁধার শেষে সূর্য রাস্তা'নো দিন।

(২৩)

সমাজটা ঘুনে ধরা  
যা হচ্ছে তা যাচ্ছে বৃথা  
বল এখন কি করা।

সবাই বলে তুমি শুধু শান্তি চাও  
ভাস্কর যা ভাংতে নাকি রাজী নও।  
কেমন করে এমন কথা বলে তারা?

তুমি নিজেই ভেঙ্গেছিলে অসত্যকে  
আগের যা টিকেনি তা তোমার ডাকে  
বেশ জুড়ে এল ধীরে নতুন ধারা।

আজকেও তথাগত দেখ চেয়ে  
কী বেদনা দিকে দিকে আছে ছেয়ে  
দিনে দিনে বাড়ে শুধু সর্বহারা।

অন্যায়ের ভিতটা যে ভাংতে হবে  
আজকেও নতুন সাড়া আনতে হবে।  
ফিরিয়ে দিতে হবে শুদ্ধ সমাজ ধারা।